দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতার ঘোষক ছাপানো নিয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে উত্তপ্ত বিতর্ক

॥ বিডিনিউজ ॥

সংসদীয় কমিটির এক বৈঠকে গত শনিবার বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে কার নাম লেখা হবে, এ নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ ঘটনা ঘটে।

অষ্টম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে জিয়াউর রহমানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি উপস্থাপন করে আওয়ামী লীগের সাংসদ শাজাহান খানের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিতর্কের সূত্রপাত হয়।

স্থায়ী কমিটির কাছে আগামী বছরের জন্যে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের খসড়া উপস্থাপন না করায় কমিটির অন্তর্ভুক্ত সরকার দলীয় সাংসদদের দায়ী করেন। এ বছরের ৩ জানুয়ারি কমিটির কাছে পাঠ্যপুস্তকের খসড়া পর্যালোচনার জন্যে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। শাজাহান খান বলেন, শিক্ষার্থীদের কাছে বিকৃত ইতিহাস উপস্থাপন সরকারের একটি ষড়যন্ত্র। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। দেশের সত্যিকারের ইতিহাস জানা থেকে সরকার শিশুদের বঞ্চিত করছে। ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি এবং মার্চে প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অপর একটি বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অপর এক সদস্যও কমিটির চেয়ারম্যানকে দায়ী করেন। স্থায়ী কমিটির কাছে ওই বিজ্ঞাপন দু'টি পর্যালোচনার জন্যে কেন উপস্থাপন করা হয়নি, সে ব্যাপারে তারা চেয়ারম্যানের কাছে জবাব চান। তাদের প্রশ্নের জবাবে কমিটির চেয়ারম্যান হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু জানান, আগামী বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

উপজেলা পর্যায়ের দু'হাজার চারশ প্রাথমিক শিক্ষকের বদলির বিষয়টি কমিটির বৈঠকে মুলতবি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীসহ নজরুল ইসলাম মনি, মোঃ মুজিবুর রহমান এবং কাজী আলাউদ্দিন স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।